বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

শিক্ষার্থীদের ভাবনা

আইনুল ইসলাম

প্রকাশিত: ২১:০৯, ৯ নভেম্বর ২০২৪

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর জাতীয় সংসদে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঃ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে। নানারকম প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যাল এখন দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। গৌরব ও সাফল্যের ১৯ বছে ক্যাম্পাসের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রসারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এ অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে আসছে। জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে এবার উদ্যাপ করা হবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘বিপ্লবে বলীয়া নির্ভীক জবিয়ান’। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ঘিরে শিক্ষার্থীদের ভাবনা তুলে ধরেছেনÑ মেহেরাবু ইসলাম সৌদিপ, সাফা আক্তার নোলক এবং আইনুল ইসলাম

UNIBOTS

গবেষণায় হোক স্কলারশিপ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশ পেরিয়ে বিশ বছর পদার্পণ হয়েছে। গত উনিশটি বছর জগন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম সৃজনশীল, গবেষণামূলক এবং আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিযোগিতামূলক এবং বিশ্বমানে শিক্ষার সুযোগ দিচ্ছে। সম্প্রতি ১২ জুন, ২০২৪ তারিখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাে চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আসফিয়া মাহবুব রাফা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্কলারশিপ পেয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার জবির শিক্ষাক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটা লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন কোর্স, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উন্নত শিক্ষার অভিজ্ঞতা পাচ্ছে। আমরা আরও আশাবা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং গবেষণা ও সৃজনশী খাতে আরও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি রাখবে।

মাইশা ফাহমিদা মাইসু
শিক্ষার্থী, সমাজকর্ম

মুক্তচিন্তার বাতিঘর জবি

বলা হয়ে থাকেÑ স্কুলে শিশুরা শেখে, কলেজ জীবনে পড়ানো হয়; আর বিশ্ববিদ্যালয় নতু জ্ঞান সৃষ্টি করে, পুরনো জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। বিশ্ববিদ্যালয় কোনো সংকীর্ণত চর্চার জায়গা না। শিক্ষার্থীরা শুধু কোনো নির্দিষ্ট বিষয় এ ডিগ্রি অর্জন করতেও আসে না। এখানে বিভিন্ন মতাদর্শ ও বিশ্বাসের শিক্ষার্থীরা আসে। তাই শিক্ষার্থীবান্ধব মুক্তচিন্তার আবাস দরকার কিন্তু প্রায়শই দেখি, দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনের নানারকম বিধিনিষেধ তবে, আশা রাখি জবি তার সমস্ত সংকট কাটিয়ে মুক্তচিন্তার বাতিঘর হয়ে উঠবে। জবির ১৯ তম জন্মদিবসে এটাই প্রত্যাশা।

আছমা উল হুসনা
শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা

স্বপ্ন ছোঁয়াবে জবি

প্রাণের বিদ্যাপীঠ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০তম বর্ষে পদার্পণ। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবে আরেকটি অধ্যায়ের সূচনায় অতীতের সকল অপ্রাপ্তি, অপূর্ণতা আর বাধা কাটিয়ে সাফল্যে

সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যাক ভালোবাসার ‘জবি’। বহু আকাঙ্ক্ষিত একজন জবিয়া হিসেবে প্রিয় জবি তার সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখুক এবং নতুন ক্যাম্পাস নির্মা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাক। অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন ক্যাম্পাসের কাজ দ্রু শেষ করে আপন গতিতে এগিয়ে যাক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর স্ব পূরণে সহায়ক হবে এবং সকল সমস্যা কাটিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আরও সামনে অগ্রস হবে এই প্রত্যাশা রইল।

মিথিলা দেবনাথ ঝিলিক

শিক্ষার্থী, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

সেরাদের সেরা হোক

ভোরের নতুন সূর্য মানেই নতুন স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার আরও একটা অপার সম্ভাবনা। ২ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থীর এমন স্বপ্নকে ঠাঁই দিয়ে, তাদের জীবনকে রঙিন করে তোলা তীর্থভূমিই হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের স্বনামধন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় তার গৌরব দেশে সীমানা ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে অবস্থান গ্রহণ করুক বিশ্ব মানচিত্রে। যে বিদ্যাপীঠে জীবনে শ্রেষ্ঠ দিনগুলো পার করছি সেই বিদ্যাপীঠ যেন খুব উচ্চ পর্যায়ে সকল বাধা-বিপত্তি মোকাবি করে শিক্ষা-গবেষণাসহ সব দিক থেকেই এগিয়ে যায়Ñ এই কামনা করি। শিক্ষা, গবেষণা, শিক্ষ সহায়ক কার্যক্রম ও স্বীয় স্বকীয় গুণাবলীতে দেশে ও বিদেশে সর্বত্রই অনন্য হয়ে উঠু আমাদের প্রাণের স্পন্দন জবি। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জবি এগিয়ে যাক এগি যাক জবিয়ানরা। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনুক অনেক সম্মান।

শারমিন আক্তার আয়শা

শিক্ষার্থী, পরিসংখ্যান বিভাগ

ঐতিহ্যে ও আধুনিকতায়

ঐতিহ্যর শেকড়কে কেন্দ্র করে জগন্নাথ সুসজ্জিত হচ্ছে দিনের পর দিন। আধুনিকায়ন ও সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা, সমমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিযোগিতায় জবি আজ বাংলাদেশের শিক্ষাজগতের নতুন এক শক্তি। সমৃদ্ধির মাঝেও রয়েছে নানা রকম দুরবস্থা ছাপ। আবাসন সংকট যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা। প্রয়োজনীয় সংখ্যক হল থাকলেও নান আইনি জটিলতা এবং মোড়লতন্ত্রের ক্ষমতার অপব্যবহারে তা শিক্ষার্থীদের উপভোগের বাইরে হাজারো প্রাপ্তির মাঝে এই দুরবস্থাগুলো জবির অর্জনকে নিয়মিতই ম্লান করছে। এসব সমস যেদিন চিরতরে দূর হবে, সেদিনই পরিপূর্ণভাবে ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির পথে ফিরবে জবি।

নুসরাত জাহান রিজু

এগিয়ে যাক প্রিয় জবি

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রতিটা আন্দোলনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা আমাদের সত্যের পথে থাকার সাহস জোগায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষার্থেই জবিয়ানরা বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। অবকাঠামোগত সুযোগের যথেষ্ট অভাব থাকলেও আজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে গেছে অনেক দূর। এগিয়ে যাক দুর্বার গতিতে আমাদের এই প্রি বিদ্যাপীঠ। ছাত্র-শিক্ষকের মেলবন্ধনে নতুন জেগে উঠুক এই প্রত্যাশার অভিপ্রায় রইল। প্রাণে এই বিদ্যাপিঠ 'শিক্ষা, ইমান ও শৃঙ্খলা'র মাধ্যমে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে সে প্রত্যাশা রইল। জবি এগিয়ে চলুক আপন মহিমায়। সকল জবিয়ানের সমৃদ্ধি ও পারিপার্শ্বি সুস্থতা কামনা করি।

সাকিবুল ইসলাম

শিক্ষার্থী, সমাজকর্ম বিভাগ

চাই শতভাগ শিক্ষার পরিবেশ

বাংলাদেশে একটি মাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে এখন পর্যন্ত কোনো পরিপূর্ণ আবাস সুবিধা নেই। নেই পর্যাপ্ত পরিমাণ ফ্যাকাল্টি। অনেক ডিপার্টমেন্টে ক্লাসরুম সংকট, ল্যা সংকট, শিক্ষক সংকট প্রভৃতি সমস্যার সম্মুখীন আমাদের প্রতিনিয়ত হতে হয়। নতু ক্যাম্পাসের নামে টালবাহানা করতে করতে অনেকের শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি হচ্ছে তবু নতুন ক্যাম্পাসের কাজ শেষ হচ্ছে না। ক্যাফেটেরিয়ায় নি¤œ মানের খাবার পরিবেশন ও খাবারের ঊর্ধ্বমূল্য। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাশন খুব দ্রুত এই জিনিসগুলোর সমাধা করবে। তা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহা

নিশ্চিত করতে হবে যা সবার সমন্বিত প্রচেষ্টায় সম্ভব। পরিশেষে সকল সীমাবদ্ধতা কাটিে জ্ঞান অর্জনে পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করে বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাে নাম থাকবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের; এই আশাবাদ ব্যক্ত করি।

মো. মোস্তফা শেখ
দর্শন বিভাগ

গণতান্ত্রিক ও গবেষণামুখী হোক

২৪'র গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সৃষ্টি কে দিয়েছে মুক্ত গনতন্ত্র চর্চার পরিবেশ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে জগন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ১৬ বছরের ছাত্ররাজনীতির কলঙ্কময় কালো অধ্যায় থেকে। হ্য ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হলে যেমন মেরুদ-হীন তেলাপোকার মত আজব জাতি তৈরি হবে তেমনই লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি তৈরি করবে বাকহীন বোবা জাতি। তাই প্রয়োজ গণতান্ত্রিক ছাত্ররাজনীতিÑ যেখানে শিক্ষার্থীরা গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের প্রতিনি নির্বাচন করবে, যেটা হবে মুলত একটি গনতন্ত্র চর্চার উৎকৃষ্ট স্থান। সেই সব প্রতিনিধিরা হে শিক্ষার্থীদের বন্ধু; শত্রু নয়। যারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন যৌক্তিক দাবি আদায়ে পাশে না থেবে সরকার দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপর হবে না।

নাজমুল আরেফিন নয়ন
শিক্ষার্থী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ

স্বপ্ন বাস্তবায়নের তীর্থস্থান

শিক্ষা, শৃঙ্খলা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। পুরান ঢাকা সংস্কৃতিমনা এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর যদিও স্বায়িত্বশাসিত বিদ্যাপীঠ হিসেবে অগ্রযাত্রার ইতিহাস ঘটে দেড় শতকের মধ্যে। এ বছর নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এবার জুলাই বিপ্লবে চেতনাকে ধারন করে প্রতিষ্ঠানটি ২০ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। জুলাইয়ের সংগ্রামে জগন্না বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে শিড়দারা উঁচু করে নির্ভীকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছিলো, ত শব্দ বিন্যাসে প্রকাশ করা অসম্ভব। হাজারো শিক্ষার্থীর রঙিন স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নের তীর্থস্থা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

জান্নাতুল মাওয়া ছিমিন
লোক প্রশাসন বিভাগ

উন্নত গবেষণার সুবিধা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা আশা করি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সামে আরো উন্নত গবেষণার সুবিধা ও শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ সৃষ্টি কে দিবে। আমাদের আশা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লি

সকলে মিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো প্রাণবন্ত উদ্ভাবনী ও সহযোগিতামূলক পরিবেশে রূপান্ত করতে কাজ করবে, যার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের স্বপ্ন পূরণের পথে আরও এগিয়ে যাবে

সাবিল রহমান অর্ণব
শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা

ভালোবাসার আরেক নাম

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে শিক্ষকবৃন্দ থেকে শুরু করে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্ত কর্মচারীরা সব ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হয়ে দিনটি উদযাপন করে থাকে। এ দি বিশ্ববিদ্যালয়কে সাজিয়ে তোলা হয় এক নতুন রূপে। যে রূপে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ। তা ওপর শিক্ষার্থীরা নিজেদের উপস্থাপন করে বাহারি রকম সাজে। যাতে করে রঙিন হয়ে ও গোটা বিশ্ববিদ্যালয়। গর্বে হৃদয় ভরে আসে এই দিনে।

জান্নাতুল মীম
শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ